International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 71-76
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ কাব্যে চিত্রকল্প

স্বরূপ দে
গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Jibanananda, a surrealist or realist by nature, is a poet of nature, love and feminism. He is an artist too. His ‘Banalata Sen’is a album of a serious of partial portrayals. In this collection of poems he delineates the artistic conscience of his soul self which is enlightened by his lively spirit, moveble by his mind and by his emotions. In this composition, Jibanananda not only portrays the swam of verse but also draws an imagery dreamboat full of intriguing imaginations. This imagery nothing but the picture of words and languages. The composition is replete with unique beauties of various small partial pictures drawn on the heart of men with perfect literary skills and anunparallel exhibition of those word pictures.Every poem of this composition is packed with a fine sensation of life based on various word pictures. Not only the images is taken from nature but also there exists the abundance of image from love and romanticism.Our heart touched by those image drawn on feminism or hearts of the women.Besides,the presentation of images from the ideas of death and the conscience of history is highly and artistically accomplished only by such on artist like Jibanananda. Straight along Jibanananda is quite different from others. He is a man of different ideas and that is why is creations bear individual testimony.So his composition not only delineates the natural images but also he gives keen inquisitiveness towards the image of sharp realism. He says,” Hridoya vore giache amar bistirna felter sabuj gasher gandhe” Once he says,”Hemanta easeche tabu: balle se gasher upare sab bichano pater.” While he is speaking about the ideas of death he says, Hoityo gulir sabdo/amadher stabdhota/amadher santi//.” Moreover, while potraying imeges from feminism he says, Sabita manush janmo amra peyache/mane hoye kono eak basonter rate//.”Even while delinealing the image from forest he is highly successfull in exhibitions an innovative and unique model such as-“Batashe nilavo hoye ashe jeno prantorer gash.” So to conclude it is said that, the composition of ‘Banalata Sen’ is an unique amalgamation of nobel images taken from the every nook and corner of nature, real world love or romanticisim and even from the feminism.

ভূমিকা : বিশশতকের বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি সুররিয়ালিস্ট কবি। ডঃ দিপ্তী ত্রিপাঠী তাঁর ‘আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়’ গ্রন্থে জীবনানন্দ অধ্যায়ে লিখেছেন-“জীবনানন্দ বাংলা কাব্যে সুররিয়ালিস্ট কবিতার প্রবর্তক বলা যেতে পারে”, অর্থাৎ তিনি বাস্তব জীবনের গভীর অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন, এবং তাকে ব্যাখ্যা করেছেন কঠিন বাস্তবতার আলোকেই, যেখানে যুক্তি-তর্ক,বিধি নিয়মকে না মেনে, অবচেতন মনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, বাস্তবের বহু উর্দ্ধে যার অবস্থান, কল্পনার স্বপ্ন যার গায়ে জড়িয়ে আছে, সেই Super reality তথা পরাবাস্তবতার চিত্রই অঙ্কন করেছেন তাঁর কাব্যে।

জীবনানন্দ লিখেছেন অনেক কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ, যার সূচনা ‘ব্রহ্মবাদী’ পত্রিকায় ‘বর্ষা আহ্বান’ কবিতা দিয়ে, তার পর একের পর এক ‘ঝরাপালক’ (১৯২৮),ধূসর পান্ডুলিপি(১৯৩৬),এর মধ্য দিয়ে ‘বনলতা সেন’ কাব্য রচনা করেন। যে ‘বনলতা সেন’ কাব্য তাকে কাব্যজগতের উচ্চশিখরে নিয়ে যায়।

‘বনলতা সেন’ কাব্য জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময়তার এক অপূর্ব নিদর্শন। এখানে তিনি হেমন্তের চিত্রকলা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই নারী হৃদয়ের রোমান্টিক বসন্তের রঙীন চিত্রও পরিস্ফুট করেছেন। কখনো বলেছেন -“সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল”। আবার কখনো বলেছেন -“হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো, চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান, বালির উপর জ্যোৎস্না -দেবদারু ছায়া ইতস্তত” (হাজার বছর শুধু খেলা করে, বনলতা সেন)।

জীবনানন্দ ছিলেন প্রকৃতির কবি। ফলে তিনি প্রকৃতির গাছপালা, পশুপাখি, র্সূয, চন্দ্র,নক্ষত্রকে তিনি তাঁর কবিতা তথা কাব্যে স্থান দিয়েছেন। এবং তার যে চিত্রকল্প তিনি অঙ্কন করেছেন তা সত্যই বিরল। ‘আমাকে তুমি কবিতায় লিখেছেন -“ ঝাউ হরিতকি শাল, নিভন্ত সূর্যে, পিয়াশাল, পিয়াল আমলকী দেবদারু, বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ জীবনের ফেনা” (‘আমাকে তুমি, ‘বনলতা সেন’)।

জীবনানন্দ একদিকে যেমন প্রকৃতির কবি তেমনি অপর দিকে মৃত্যু চেতনার কবি ও তারই পাশাপাশি জীবন বোধের কবি। তাই তাঁর’বনলতা সেন’কাব্যে মৃত্যুর গভীর ভাবনাকে তথা মৃত্যু চেতনার ছবি চিত্রিত করে তোলে।এই কাব্যে তিনি যে মৃত্যু চেতনা তুলে ধরেছেন তা তাঁর নিখুত জীবন অভিজ্ঞতারই ফসল। তিনি বলেছেন-“মরনের পরপারে বড় অন্ধকার/ এই সব আলো প্রেম নির্জনতার মতো”(‘আমাকে তুমি/‘বনলতা সেন’)।

সব মিলিয়ে জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ কাব্যে চিত্রকল্পের সৃষ্টিতে এক নিদর্শন। রূপসী বাংলার বর্ননা তথা মৃত্যু ভাবনা তথা ঐতিহাসিক চেতনার যে ছবি জীবনানন্দ এঁকেছেন তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

উদ্দেশ্য : এই গবেষনা পত্রের উদ্দেশ্য হল-

i. জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ কাব্যের প্রকৃতির যে চিত্রকল্প তাকে তুলে ধরা।
ii. ‘বনলতা সেন’ কাব্যে ইতিহাস চেতনা ও রোমান্টিকতার চিত্রকল্পকে তুলে ধরা।
iii. ‘বনলতা সেন’ কাব্যের প্রেম,নারী ও পরাবাস্তবতার চিত্র কে তুলে ধরা।
iv. “বনলতা সেন’ কাব্যের চিত্রকল্পের সার্বিক চিত্রকে তুলে ধরা।

‘বনলতা সেন’ কাব্যঃ চিত্রকল্প : জীবনানন্দ জীবনের কবি। তিনি বাস্তব জীবনকে দেখেছেন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন আঙ্গিকে। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে ‘যক্ষ্মায় ধুঁকে মরে মানুষের মন’। তিনি পরিত্রান দিয়েছেন। মানুষ কে সেই রোগব্যাধিগ্রস্ত জীবন থেকে শুনিয়েছেন হাসির গান, দিয়েছেন বেঁচে থাকার আলাদা মাত্রা। ‘বনলতা সেন’ কাব্যে তাঁর কাব্যসম্ভারের অন্যতম শ্রেষ্ট কাব্য। যা তাঁর নিজস্ব চেতনার আশ্চর্য দ্বীপশিখা। এই কাব্য যেন অনেকগুলি ফুলে গাঁথা একটি মালা। প্রতিটি কবিতা যেন এক অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা এক একটি অমৃত ভান্ড।এই কাব্যে ৩০ টি কবিতা রয়েছে।আর এই কবিতাগুলি পরপর অবস্থান করে গড়ে তুলেছে এ চিত্রমালায় তথা সমগ্র চিত্রকল্পের। এই কাব্য জীবনানন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। এখানে তিনি জীবনের ক্লান্তিকে তুলে ধরেছেন।কবিতায় বলেছেন -

> **“হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে” (‘বনলতা সেন’ /‘বনলতা সেন’)।**

তেমনি আবার সেই ক্লান্তি থেকে তিনি আবার পরিত্রানের পথ খুঁজে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- **“আমাকে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন” (‘বনলতা সেন’ /‘বনলতা সেন’)।**

এক দিকে প্রেমের আবহ অন্যদিকে ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি, একদিকে স্যুররিয়ালিজম অন্যদিকে মৃত্যু ভাবনা। এ যেন চিত্রের পর চিত্র ভাবনার পর ভাবনা।

‘বনলতা সেন’ কাব্যে কবি জীবনানন্দ দাস একজন শিল্পী, তিনি তুলির অল্প আঁচড়ে সৃষ্টি করেছেন সাতরঙা রামধনুকে। ভাবনা ফূটে উঠেছে চিত্রের মধ্য দিয়ে। ‘বনলতা সেন’ কাব্য পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘চিত্ররূপময়’। ইংরেজীতে যাকে আমরা Image বলি, বাংলায় তাই হল চিত্রকল্প। তবে এ চিত্রকল্প চিত্রের দ্বারা নয়, ভাষার দ্বারা, ধ্বনির দ্বারা, কথার চিত্রকল্প, শব্দের চিত্রকল্প। এই চিত্রকল্পের আবেদন আমাদের মনের কাছে। এই চিত্রকল্পকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘রূপক’, ডঃ অমলেন্দু বসু বলেছিলেন ‘বাকপ্রতিমা’, আবার অনেকে বলেছেন ‘রূপকল্প’। তবে যে যাই বলুক, জীবনানন্দ এই

চিত্রকল্পেরসার্থকস্রষ্টা। জীবনানন্দ যত বড় কবি, ঠিক তত বড়ই শিল্পী। তাঁর কবিতার কথা মানুষের অন্তরে গাঁথা।আর ‘বনলতা সেন’ কাব্য শিখড়ে ওঠার অন্যতম প্রধান কারন তাঁর চিত্রকল্প। এ প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন- “জীবনানন্দ তাঁর রচনার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন চিত্রকল্পের নতুন দিগন্ত”।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক চিত্রকলা সৃষ্টিতে জীবনানন্দ অদ্বিতীয়। জগতের পরিচিত পশুপাখি, নারী, আলো, বাতাস, গাছগাছালি সব কিছু নিয়ে এমন রহস্য, এমন মায়ার চিত্রকলা তিনি অঙ্কন করেছেন যা অতুলনীয়। যেমন-

“কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা”(ঘাস/বনলতা সেন)।

শুধু গাছপালা, পশুপাখিই নয় প্রেম,মৃত্যু সমস্ত দিকেই তাঁর চিত্রকল্প অদ্ভুত এক সুষমায় রঞ্জিত। তাই তিনি যখন বলেন-

**“তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই সমুদ্রের নীল
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যাথা
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল
নক্ষত্র রাত্রির দল, যুবাদের ক্রন্দন সব
শ্যামলী করেছে অনুভব”(শ্যামলী/বনলতা সেন)।**

আসলে জীবনানন্দের চিত্রকলা এত সজীব, এত জীবন্ত যা পাঠকের মনকে এক বিস্ময়ে উদ্বেলিত করে। কবিতার প্রতিটি লাইনে তিনি এঁকেছেন টুকরো টুকরো চিত্র। আর যা সৃষ্টি করেছেন তা অদ্ভুত লাবণ্যে ভরা এই জীবনমালা।

‘বনলতা সেন’ জীবনানন্দের অন্তর চিন্তার ফসল, যার মধ্যে তিনি তাঁর আবেগ, ভালোবাসা, উন্মাদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর সৃষ্ট চিত্রকল্পের মধ্যে আমরা পাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভূতি,সবুজের স্নিগ্ধ পরশ। তিনি তার Image এর মাধ্যমে পাঠকের অন্তরদর্শনকে করে তুলেছেন উদ্বুদ্ধ। তিনি তাঁর ‘বনলতা সেন’ নাম কবিতায় বলেছেন -

**“চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীয় কারুকার্য; অতিদূর সমূদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশে যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভেতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে এতদিন কোথায় ছিলেন?
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোকের বনলতা সেন” (বনলতা সেন/বনলতা সেন)।**

এখানে নারীর যে বর্ণনা করেছেন, তার চুল বিদিশা নগরীর অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। মুখশ্রী প্রাচীন ভারতের নগরী শ্রাবস্তীর মত কারুকার্য। এক দিকে তিনি নারীর রূপ বর্ণনা করেছেন অপরদিকে মৈত্রীর বাণীও ফুটিয়েতুলেছেন, যা সৃষ্টি করেছে চিত্রকল্পের। আবার তৃতীয় স্তবকে তিনি লক্ষ্য করেছেন শিশিরের শব্দের মতো আকাশ জুড়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। শিশিরের শব্দ যেমন শোনা যায় না তেমনি সন্ধ্যার শব্দও শোনা যায় না। তখন মানুষের জীবনে বার্ধক্য নেমে আসে। নতুন করে পওয়া বা হারানোর কিছু থাকে না। তখন সে একমাত্র প্রেমীকার কাছে বসে গভীর প্রশান্তি পায়। তাই কবি বলেন-

**“সব পাখি ঘরে আসে-সবনদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন/
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন”(বনলতা সেন/ বনলতা সেন)।**

‘কুড়ি বছর পরে’ কবিতায় আমরা দেখতে পাই শিরীষের ডাল পালার ফাঁকে মাঝরাতের চাঁদ উঁকি দিয়ে যায়। তাই কবি বলেন-

**“সরু সরু কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার
শিরীষের অথবা জামের ঝাউয়ের – আমের” (‘কুড়ি বছর পরে’ / বনলতা সেন)।**

তিনি আরোও বলেছেন-

**“সোনালী সোনালী চিল-শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে
কুড়ি বছর পরে কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে” (‘কুড়ি বছর পরে’ / বনলতা সেন)।**

অর্থাৎ জীবনের শেষ প্রন্তের গভীর বেদনার কথা কবি ব্যক্ত করেছেন চিত্র কল্পের মাধ্যমে। তিনি ফেলে আসা অতীতের বাবলার গলির অন্ধকারে স্মৃতি চারনাকরেছেন। চেয়েছেন প্রিয়ার কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে। ‘হাওয়ার রাত’ কবিতায় কবি রূপ ও রঙের ছবির সঙ্গে গন্ধ, স্পর্শ ও বেদনার ছবিও তুলে ধরেছেন। তিনি এই কবিতায় মৃত

চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এখানে কবি লক্ষ্য করেছেন তার মশারিটা আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। মশারিটা সমুদ্রের পেটের মতো ফুলে উঠেছে। তাই কবি বলেছেন-

“গভীর হাওয়ার রাতছিল-অসংখ্য নক্ষত্রের তার;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে মৌসুমি সমুদ্রের পেটের মতো কখনো বিছানা ছিঁড়ে নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে”
(‘হাওয়ার রাত’ / বনলতা সেন)।

এখানে দেখা যায়, মৃত নক্ষত্রেরা কবির কাছে নারী রুপে উপস্থিত হয়েছে।জ্যোৎস্না রাতের বেবিলন, এশিরিয়া, মিশর, বিদিশার রূপসীরা নক্ষত্র হয়ে কবির মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে। তাই অসাধারন চিত্রের পরম্পরা গঠিত হয়েছে কবিতাটিতে, তাই কবির ভাষায় বলা যায়-

“মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?
আড়ষ্ট অভিভূত হয়ে গেছি আমি” (‘হাওয়ার রাত’ / বনলতা সেন)।

‘আমি যদি হতাম’ কবিতায় কবি জীবনানন্দ বলেছেন-

“তোমার পাখনায় আমার পালক
আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন
নীল আকাশের খই খেতের সোনালী ফুলের মতো অজস্র তারা
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো ফাল্গুনের চাঁদ”(‘আমি যদি হতাম’/ বনলতা সেন)।

অর্থাৎ প্রেম ও মিলনের কঠিন আবেগের কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি চরম শারিরীক সর্ম্পকের কথা বর্ণনা করেছেন, যা হয়ে উঠেছে আদর্শ চিত্রকলা। কবি আরোও বলেছেন এই মিলন চিরস্থায়ী নয়। শিকারীর বন্ধুকের গুলির দ্বারা স্তব্ধতা, মৃত্যু অবশ্যমভাবী। তাই তিনি বলেন-

“হয়তো গুলির শব্দ আবার
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি”(‘আমি যদি হতাম’/ বনলতা সেন)।

‘ঘাস’ কবিতাটি কবি ভোর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি জীবন ও প্রকৃতিকে একান্ত করে দিয়েছেন একই চিত্রপটে।এই কবিতায় তিনি ঘাসের সঙ্গে কচি লেবু পাতার তুলনা করার পাশাপাশি সবুজ ঘাসকে কাঁচা বাতাবির উপমা দিয়ে করে তুলেছেন প্রতীক ধর্মী ব্যঞ্জনাময়, আর হরিণ ও ঘাসের একাত্মতার সঙ্গে এক শরীরী নারীর আদল তুলে ধরেছেন। তাই কবিতায় পাই-

“কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভোরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা
....(‘ঘাস’/ বনলতা সেন)।

আমারে ইচ্ছে করে **এই ঘাসের ঘ্রান হরিৎ মদের মতো**
গেলাসে গেলাসে পান করি”(‘ঘাস’/ বনলতা সেন)। কবিতার সেই দুই পঙতিতে লক্ষ্য করা যায় চিত্রের আর এক সুন্দর পরম্পরা যেখানে কবি ঘাস এর সঙ্গে একত্রিভূত হয়ে হরিণের মতো নারীর হৃদয়ের সঙ্গে শরীর আলাদা করতে চেয়েছেন।-

“ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোন একনিবিঢ় ঘাস মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে”(‘ঘাস’/ বনলতা সেন)।

‘হায়চিল’ কবিতাটি কবি জীবনানন্দ দাশ রূপকের আদলে গড়ে তুলেছেন। ভিজে মেঘের দুপুরে একটি চিল উড়ে তাঁর বেদনার কথা প্রকাশ করেছে। চিলের কান্নার রূপকে কবির মনে তাঁর প্রিয়তমার ‘বেতের ফলের মতো ম্লান’ চোঘের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তাই কবি বলেছেন-

"তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো
তার ম্লান চোখ মনে আসে"(হায়চিল'/ বনলতা সেন)।

কবিতাটিতে চিলের স্মৃতিচারনার মধ্য দিয়ে তার অতীত কষ্টের কথা বলতে চায়। আসলে এখানে চিলের রূপকে কবির প্রিয়তমাকে হারিয়ে যাওয়ার বেদনা একাত্ম হয়ে অসাধারন চিত্রকলা সৃষ্টি করেছে। তাই কবির গভীর আর্তি

"হায়চিল,সোনালি ডানার চিল,এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে"(হায়চিল'/ বনলতা সেন)।

'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় দেখা যায় আকস্মিক হাওয়ার ছাপটায় বর্তমানের পর্দা উড়ে গিয়ে অতীতের অন্ধকার আলোকময় হয়ে উঠেছে। অপরূপ খিলান গম্বুজের বেদনাময় রেখা, লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ, অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পান্ডুলিপি দূরতর কক্ষ ও কক্ষান্তরের ক্ষনিক আবাস কবিকে ধূসর সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে গেছে। তাই কবি বলেছেন-

"ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রের পারের কাহিনীঅপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ
রামধনু রঙের কাচের জানালা"('নগ্ন নির্জন হাত'/ বনলতা সেন)।

এই বিস্ময়ের মধ্যেও কবির বিস্ময়ের স্মৃতি জেগে উঠেছে, তিনি বলেছেন-

"পর্দায় গালিচার রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।
তোমার নগ্ন নির্জন হাত,
তোমার নগ্ন নির্জন হাত" ('নগ্ন নির্জন হাত'/ বনলতা সেন)।

'বনলতা সেন' কাব্য যেন প্রকৃতির চিত্ররূপময়তায় ভরা এক প্রাকৃতিক কুন্ডলী। গাছপালা, সূর্য,চন্দ্র,নক্ষত্রের পাশাপাশি ফুল,ফল,উদ্ভিদ,পশুপাখি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে কবি করে তুলেছেন অদ্ভুত ভাবে প্রানবন্ত, এই প্রাকৃতিক বাতাবরনের চিত্রকল্পের উদাহরনই যেন 'বনলতা সেন' কাব্য,'আমাকে' কবিতায় কবি লিখেছেন-

"ঝাউ হরিতকী শাল, নিভন্ত সূর্যে
পিয়াশাল, পিয়াল, আমলকি, দেবদারু
বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ জীবনের ফেলা",(আমাকে'/ বনলতা সেন)।

আবার 'শঙ্খমালা' কবিতায় দেখি-

"দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা"('শঙ্খমালা',/' বনলতা সেন)।

সন্ধ্যার সঙ্গে জীবনের অন্তিমতা ও দেহের সঙ্গে বিমর্ষ পাখির ধূসর রঙ চিত্রকল্পের অনন্ততাকেই চিনিয়ে দেয়।

কবি জীবনানন্দ একদিকে যেমন প্রকৃতির উপাদানের চিত্রের পরম্পরাকে তুলে ধরেছেন তেমনি অপরদিকে ইতিহাসের পরম্পরার স্বচ্ছন্দ চিত্রপট অঙ্কন করেছেন, তাই জীবনানন্দের ভাষায় পাই-

"কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্তিত্বের ভেতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালউত্তান"।

সেই ইতিহাস চেতনা ও রোমান্টিকতার ছবি পাই 'সবিতা' কবিতায়-

"মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী
রেশম, মদের সার্থবাহ দুধের মতন সাদা নারী"   তেমনি 'সুরঞ্জনা' কবিতায় পাই-
"ভূমধ্যসাগর লীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে"('সবিতা'/বনলতা সেন)।

উপসংহার : কবি জীবনানন্দ দাশ এর 'বনলতা সেন' কাব্য চিত্রকল্পের এক সোনার তরী। যেখানে চিত্রিত ছবি কোন অঙ্কিত ছবি নয়, তা কবির শিল্পীসত্তার দ্বারা গড়া এক শব্দিক তথা কথার চিত্র। যে চিত্রের আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে তথা অন্তরের কাছে। 'বনলতা সেন' কাব্যে প্রেমভাবনা, মৃত্যু ভাবনা প্রকৃতি ভাবনা, নারীভাবনা ও ইতিহাস ভাবনা প্রভৃতির মধ্যে আমরা যে চিত্র পরম্পরা তথা চিত্রকল্প লক্ষ্যকরি তা অন্যকোন কবির কবিতায় পাওয়া যায় না, জীবনানন্দের কথাই তার কবিতা আর তার কবিতা মানেই ভেসে ওঠা চিত্রকলা। অসাধারন ধ্বনি সূর্চ্ছনা, ছন্দের দোলা ও অলংকারের বৈচিত্র্যময়তায় যে

চিত্রকল্প তিনি এঁকেছেন তা বাংলা সাহিত্যে কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজনা করে। যা এজরা পাউন্ডের চিত্র কল্পের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

“In an image is that which present an intellectual and emotional complex in an instant of time…………………………………that sense of sudden growth which we experience in the presence of greatest work of Arts.” (পাউন্ড, এজরা-“পোয়েট্রি পত্রিকা” - মার্চ ১৯১৩)।

কবি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় এই চিত্রকল্পের সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য কবি ইয়েটস ও এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ইয়েটসের-‘He reproves the curlew’ কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যায় ‘হায়চিল’ কবিতাতে।

জীবনানন্দ আধুনিক কবিদের মতো ঐতিহ্য বিচ্যুত নন। তিনি অনুভব করেছেন আদিম জৈব কামনার বীভৎসতাকে। তাই ‘বনলতা সেন’ কাব্যে দেখা যায় যা সাধারনের কাছে একান্ত সুখের, শান্তির তাই জীবনানন্দের কাছে-

“শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে
শত শত শূকরীর প্রসব বেদনায় আড়ম্বর;
এই সব ভয়াভহ আরতি” (অন্ধকার/বনলতা সেন)।

এই সব চিন্তা, চেতনা কবির তাঁর প্রানের দ্বারা জীবন্ত ও চিত্রকল্পের দ্বারা রঙীন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. ত্রিপাঠী দীপ্তি, ‘আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়’ প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৫৮, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩
২. মুখোপাধ্যায় বাসন্তী কুমার, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা’ প্রথম সংস্করণঃ বৈশাখ ১৩৭৬, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, ‘বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত’-প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৬, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩.
৪. মিশ্র গোকুলানন্দ, জীবনানন্দের কবিতা জিজ্ঞাসায় বিশ্লেষনে, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা-৭৩
৫. দাশ জীবনানন্দ, ‘বনলতা সেন’ সপ্ত বিংশ সিগনেট সংস্করণ, ১৪০৮
৬. সেন জহর মজুমদার, জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য,প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪০৫, মডেল পাবলিশিং হউস, কলকাতা-৭৩
৭. মজুমদার বিনয়, ধূসর জীবনানন্দ, প্রথম প্রকাশ-১৪১০, কবিতীর্থ, কলকাতা-২৩
৮. বেরা নন্দকুমার, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, গুপ্ত বিপনি, কলকাতা-৯
৯. বেরা নন্দকুমার (সম্পাদনা), নির্বাচিত সমালোচনা সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ-১লা বৈশাখ ১৪১৩, শীভারতী প্রেস, কলকাতা-৪৭
১০. দাশ জীবনানন্দ, কবিতার কথা নবম সংস্করণ মাঘ ১৪০৯, কলকাতা,পুর্নেন্দু গাত্রী- রূপসী বাংলার দুই কবি, প্রথম সংস্করণ- নভেম্বর ১৯৮০,দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮৩
১১. দাশ জীবনানন্দ, গোপাল চন্দ্র রায়, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, কলকাতা
১২. চক্রবর্তী সুমিতা, ‘জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল’, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৩, সাহিত্য লোক, কলকাতা-৯
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, ‘জীবনানন্দঃ উত্তর পর্ব’, প্রথম প্রকাশ ২০০০, কলকাতা
১৪. দাশ জীবনানন্দ, শ্রেষ্ঠ কবিতা- প্রথম প্রকাশ-বৈশাখ ১৩৬১,ভারবি, কলকাতা-১২
১৫. মুখোপাধ্যায় তরুন, ‘কবি জীবনানন্দঃ অনুভবে, অনুধ্যানে’, প্রথম প্রকাশ ১লা আগষ্ট ২০০০, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী, ‘প্রসঙ্গ জীবনানন্দ’, প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ১৯৮৩, নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭. বসু অম্বুজ, একটি নক্ষত্র আসে, প্রথম প্রকাশ- কার্ত্তিক ১৩৭২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯
১৮. মুখোপাধ্যায় পবিত্র, ‘সূর্যোকরজ্জ্বল কবি জীবনানন্দ’ প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ১৯৯৯, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯
১৯. দাশ জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ১৯৭২, আলফা পাবলিশিং, কমোর্ন

*****